9940 - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতরে সময়সূচী

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আসররে ওয়াক্ত কখন শষে হয়? বশিষে করে ঘড়রি কাঁটার হসিবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদরে উপর দবিানশি মোট ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করছেনে। সাথে সাথে এগুলো আদায়রে জন্য তাঁর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হকেমত অনুযায়ী পাঁচটি সময়ও নর্িধারণ করে দয়িছেনে, যাতে করে বান্দাহ্ এ সময়ানুবর্ততিার মাধ্যমে তার প্রতপিালকরে সাথে অবচ্ছিন্নি সম্পর্ক বজায় রাখতে পার।ে এটা মানব অন্তররে জন্য অনকেটা বৃক্ষরে গোড়ায় পানি সঞ্চিনরে মত বষিয়। বৃক্ষকে যমেন বড়েে উঠার জন্য নয়িমতি পানি দতিে হয়; মানব অন্তরকওে স্রষ্টার ভালোবাসায় স্থতিশিীল থাকার জন্য নয়িমতি সালাতরে আশ্রয় নতিে হয়। একবারে সব পানি ঢলেে দয়িে যমেন বৃক্ষরে সঠকি প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না, মানব হৃদয়ও তদ্রূপ।

একই ওয়াক্তে পাঁচটি নামায আদায় করা ফরয করা হলে বান্দার মাঝে ক্লান্তি ও বরিক্তবিোধ উদ্রকে হওয়া স্বাভাবকি ছলি। তাই পাঁচটি ভন্নি ভন্নি সময়ে পাঁচটি সালাত আদায় করা ফরয করা হয়ছে- যনে বান্দার মাঝে অবসন্নতা ও বরিক্তবিোধ না আস।ে বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অধকি প্রজ্ঞাবান। [শায়খ উছাইমীনরে ‘মুকাদ্দমিাতু রসিালাতু আহকামি মাওয়াকতিুস সালাত]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতরে সময়সীমা বর্ণনা করতে গয়িে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করছেনে, “জোহররে সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চমিাকাশে হলেে পড়ে তখন থকেে শুরু করে ব্যক্তরি ছায়া তাঁর সমপরমিাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।

আসররে সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ কর।ে

মাগরবিরেসময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চমিাকাশরে লালমিা অদৃশ্যহয়ে যায়।

ইশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

আর ফজররে সময় প্রভাতরে আলো বচ্ছিুরতি হওয়া থকেে শুরু করে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত। আরসূর্যোদয়কালীন সময়ে নামাজ থকেে বরিত থাকব। কনেনা, সূর্য শয়তানরে দুই শংিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।" [মুসলমি ৬১২] এ হাদীসে পাঁচটি সালাতরে সময়সীমা বর্ণনা করা হয়ছে। আর ঘড়রি কাঁটায় ওয়াক্ত নর্িধারণ এক দশে থকেে অন্য দশেে ভন্নি হব। নম্নিে আমরা প্রতটিি সালাতরে ওয়াক্ত বা সময়সীমা আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরব:

এক: জোহর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেনে, "জোহররে সময় হলো, সূর্য পশ্চমি আকাশে হলেে পড়া থকেে শুরু করে ব্যক্তরি ছায়া তার একগুণ বা সমপরমিাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।" এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোহররে শুরু ও শষে দুটো সময়ই নর্িদষ্টি করে দয়িছেনে।

ওয়াক্তরে শুরু: সূর্যযখন মধ্যাকাশথকেে পশ্চমিাকাশে হলেে পড়বে তখনজোহররেওয়াক্তশুরু হব। সূর্য হলেে পড়া তথা জোহররে ওয়াক্ত শুরু হয়ছেে কনিা, তা বুঝে নয়োর কৌশল হলো- 'একটা খুঁটি বা এ জাতীয় অন্য কছিু একটা উন্মুক্ত স্থানে পুঁতে রখেে খুঁটটিরি প্রতি লক্ষ্য রাখা। পূর্বাকাশে যখন সূর্য উদতি হবে তখন খুঁটটিরি ছায়া পশ্চমি দকিে পড়ব। সূর্য যত উপরে উঠবে ছায়ার দর্ৈঘ্য তত কমতে থাকব। যতক্ষণপর্যন্ত ছায়া কমতে থাকবে বুঝতে হবে যে সূর্য তখনও ঢলে পড়নে।ি এভাবে কমতে কমতে এক পর্যায়ে কমা থমেে যাব। তারপর খুঁটরি পূর্বপাশে ছায়া পড়া শুরু হব। যখন পূর্বপাশে খানকিটা ছায়া দখো যাব, তার মানে সূর্য পশ্চমিাকাশে হলেে পড়ছেে এবং জোহররে ওয়াক্ত শুরু হয়ছে।ে

ঘড়রি কাঁটার হসিবেে সূর্যহলেে পড়ার সময় :সূর্যউদতি হওয়া থকেে অস্ত যাওয়া পর্যন্তসময়টাকে সমান দুইভাগে বভিক্তকরুন। ঠকি মধ্যবর্তী সময়টা হবে সূর্যহলেে পড়ার সময়। যমেন- যদি সূর্য সকাল ৬ টায় উঠে আরসন্ধ্যা ৬ টায় ডুবে তাহলে মধ্যাকাশথকেে সূর্য হলেে পড়ার সময়টা হলো ঠকি ১২টা। এমনভিাব, যদি ৭ টায় উঠে আরসন্ধ্যা ৭ টায় ডুব, তাহলে মধ্যাকাশথকেে হলেে পড়া শুরু হওয়ার সময় হলো দুপুর ১টা...[দখেুন: আশ শারহুল মুমতি' ২/৯৬]

জোহররেওয়াক্তরে শষে:

সূর্য মধ্যাকাশে থাকাকালীন সময়ে কোন বস্তুর যে সামান্যটুকু ছায়া থাকে সে ছায়াকে বাদ দয়িে কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরমিাণ তথা ১ গুণ হওয়া পর্যন্ত।

জোহররে ওয়াক্তরে সমাপ্তি অনুধাবনরে বাস্তব কৌশল:

আগরে উদাহরণ তথা পুঁতে রাখা খুঁটরি কাছে ফরিে যাই। ধরে নলিাম য, খুঁটটিরি উচ্চতা এক মটিার। লক্ষ্য করুন, সূর্য হলেে পড়ার আগ পর্যন্ত খুঁটরি ছায়া কমতে কমতে একটা ছোট্ট নর্িদষ্টি বন্দিুতে এসে ঠকেছে।ে (এ বন্দিুটাকে চহ্নিতি করে রাখুন) আবার যখন ছায়া (পূর্ব) বাড়তে শুরু করল জোহররে ওয়াক্তও তখন শুরু হল।

এভাবে ছায়া বাড়তে বাড়তে এক সময় খুঁটির সমপরিমাণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আপনার চিহ্নিত বিন্দু থেকে এক মিটার। এ বিন্দুর পূর্বের ছায়াকে আরবিতে ফাঈ বলে। এ ক্ষেত্রে ছায়ার এ অংশটুকু ধর্তব্য নয়) আর তখন জোহরের ওয়াক্ত শেষ হবে এবং তারপরই শুরু হবে আসরের সময়।

দুই: আসর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আর আসরের সময় হবে না যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে।" আমরা জেনেছি যে- জোহরের ওয়াক্ত শেষ হলে (অর্থাৎ বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে) আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আসরের শেষ সময় দু'রকম:

(১) সাধারণ সময় (وقت اختيار):

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী অনুযায়ী তা হলো- আসরের শুরু থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত। ঋতুভেদে ঘড়ির কাঁটারহিসাবে এ সময়টি বিভিন্ন হবে।

(২) জরুরী সময় (وقت اضطرار):

সেটা হলো সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূর্য অস্তমিত হবার আগে অন্ততঃ এক রাকাত আসরের নামাজ পড়তে পারল, সে পুরো আসরই পেল।"[বুখারী: ৫৭৯, মুসলিম: ৬০৮]

মাসয়ালা: (وقت اضطرار) বা জরুরী সময় বলতে কি বুঝায়?

কেউ যদি বাধ্য হয়ে জরুরী কোন কাজে ব্যস্ততাকার কারণে সাধারণ সময়ে আসরের সালাত আদায় করতে না পারে; যেমন: রোগীর ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করা (সূর্য হলুদ হওয়ার আগে সালাত আদায় করা হয়তো অসম্ভব নয়; কিন্তু কষ্টকর) তাহলে তার জন্য সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তে আসরের নামায আদায়করা বৈধ। এতে সে ব্যক্তি গুনাহগারহবে না। কেননা এটা জরুরী সময় (وقت اضطرار)। সুতরাং কেউ যদি বাধ্য হয় তাহলে সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ততার জন্য আসরের সময় থাকবে।

তিন: মাগরিব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সন্ধ্যালোক অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময় বিদ্যমান থাকে।" অর্থাৎ আসরের জরুরী সময় শেষ হওয়া তথা সূর্য ডুবার পর হতে মাগরিবের সময় শুরু হয়। পশ্চিমাকাশের লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং লাল আভা যখন অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন মাগরিবের সময় শেষ

হয়ে যাবে এবং ইশার সময় শুরু হবে। ঋতুভেদে মাগরিবের ওয়াক্ত ঘড়ির কাঁটায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা, আকাশের লাল আভা সমাপ্তি মাগরিবের ওয়াক্ত ফুরিয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

চার: ইশা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আর ইশার ওয়াক্ত মধ্যরাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।" বোঝা গেল মাগরিবের সময় শেষের সাথে সাথেই (অর্থাৎ আকাশের লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে) ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে।

মাসয়ালা: আমরা কিভাবে মধ্যরাত নির্ধারণ করব?

উত্তর: সূর্যাস্ত থেকে ঊষাকাল (ফজরের ওয়াক্ত শুরু) পর্যন্ত সময়টুকু হিসাব করুন। এর ঠিক মধ্যবর্তী সময়টা মধ্যরাত্রি তথা ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত। উদাহরণতঃ সূর্য যদি সন্ধ্যা ৫ টায় অস্ত যায় আর ফজরের ওয়াক্ত হয় ভোর ৫টায়, তার মানে মধ্যরাত হবে রাত ১১টায়। অনুরূপভাবে, সন্ধ্যা ৫ টায় সূর্য অস্ত গিয়ে ভোর ৬টায় ফজর হলে মধ্যরাত্রি হবে রাত সাড়ে ১১টায়।

পাঁচ: ফজর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আর ফজরের নামাযের ওয়াক্ত: ঊষাকাল (সুবহে সাদিক) থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামাজ থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখানে উদিত হয়।"

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় ঊষা থেকে। দ্বিতীয় ঊষা হচ্ছে- পূর্বাকাশে বিচ্ছুরিত সাদা রেখা; যা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত থাকে। প্রথম ঊষা দ্বিতীয় ঊষার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে বিলীন হয়ে যায়। এ দুই ঊষার মধ্যে পার্থক্য হলো-

(ক) প্রথম ঊষা লম্বালম্বিভাবে ফুটে উঠে; আড়াআড়িভাবে নয়। অর্থাৎ এটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বিচ্ছুরিত হয়। আর দ্বিতীয় ঊষা উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে ফুটে উঠে।

(খ) প্রথম ঊষা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠে। অর্থাৎ সামান্য সময়ের জন্য আলোর রেখা দেখা দিয়ে আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। আর দ্বিতীয় ঊষার পর আলো বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়।

(গ) দ্বিতীয় ঊষা দিগন্তের সাথে যুক্ত থাকে এবং দিগন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার থাকে না। পক্ষান্তরে প্রথম ঊষা দিগন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং দিগন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার বিদ্যমান থাকে।